দৈনিক সংবাদ

MAR. 29 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

শুধু সনদপত্র নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবিউল আলম ও কুষ্টিয়া থেকে আবদুর রশীদ চৌধুরী ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শুধু সনদপত্র গ্রহণই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়— এর সঙ্গে মনুষ্যত্বের বিকাশ, সর্বোপরি সমাজ ও দেশের প্রতি অনেক কর্তব্য পালন করতে হবে। তিনি বৃহস্পতিবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি ক্যাডেটরা তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী গ্রাজুয়েটদের মহড়ায় নেতৃত্ব দিয়ে সমাবর্তন মঞ্চে প্রবেশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাবর্তন উদ্বোধন ঘোষণার পর সকল অনুষদের ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর এবং এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের তিনি মূল সনদপত্র প্রদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন অনুষদের ৯ জন কৃতী ছাত্রকে তিনি স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

এরপর সমাবর্তন বক্তা ড. এম শমসের আলী, শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মু. মুস্তাফিজুর রহমান বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুবই আনন্দের দিন। তবে এ আনন্দের সঙ্গে তিনি নিজ ও নিজের পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রী ও ৪ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে জেলা বিএনপি আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লা এমপি। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, গত সরকার লুটপাট করে জনসাধারণের ঘাড়ে শুধু ঋণের বোঝা চাপিয়ে গেছে। তাদের চাপিয়ে দেয়া ঋণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার

প্রধানমন্ত্রী ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ সমাবর্তন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পর সেই ভেঙেপড়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কুষ্টিয়ায় একটি বাইপাস সড়ক নির্মাণ, কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু নির্মাণ, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালকে ১০০ বেড থেকে ২শ' ৫০ বেডে উন্নীতকরণ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, গড়াই সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত বাস্তবায়নসহ কুষ্টিয়ার পল্লীতে পল্লীবিদ্যুৎ লাইনের আরো সম্প্রসারণের আশ্বাস প্রদান করেন।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, বন ও পরিবেশমন্ত্রী (কুষ্টিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত) শাজাহান সিরাজ, সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী এমপি, আলহাজ্ব অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন এমপি, সাবেক রাষ্ট্রদূত এম.এম রেজাউল করিম, সাবেক এমপি আবদুর রউফ চৌধুরী প্রমুখ।